২১ যিলকদ ১৪৩৯ হিঃ অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার লিখিত পুষ্পধারা

আমীরে আহলে সুন্নাত এর বানীসমগ্র (অংশ: ৬)

বৃক্ষ রোপন করে সাওয়াব অর্জন করুন

- চারা লাগানোর ফযীলত
- বৃক্ষরোপনের বৈজ্ঞানিক উপকারীতা
- বৃক্ষরোপনের আর্থিক ও সামাজিক উপকারীতা
- বৃক্ষরোপন কার্যক্রম ও এর সতর্কতা
- কোন্ চারা লাগানো বেশি উপকারী?

বাণীসমগ্র:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

বৃক্ষ রোপন করে সাওয়াব অর্জন করুন(১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার হাতে আসবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার প্রতি দূরূদ শরীফ পাঠ করে সমৃদ্ধ করে নাও, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।(২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

---

১. এই পুস্তিকাটি ২১ যিলকদ ১৪৩৯ হিজরি অনুযায়ী ৪ আগষ্ট ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা**, বাবুল মদীনায় (করাচী) “**বৃক্ষরোপন**” সম্পর্কে হওয়া মাদানী মুযাকারার লিখিত সংকলন, যা আল মদীনাতুল ইলমিয়ার “**ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ**” সংকলন করেছে।
(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

২. **জামেয়ে সগীর, হরফুয যা'ই, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৫৮০।**

চারা লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: চারা লাগানো কেমন?

উত্তর: চারা লাগানো আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণিত। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং মোহরে নবুয়ত দেখে তা চুম্বন করতে লাগলাম। আমি তখনো **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোহরে নবুয়তকে চুম্বন করছিলাম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এবার ছাড়ো।" অতএব আমি একদিকে সরে গেলাম, অতঃপর আমি **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা শুনালাম তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان খুবই আশ্চার্য হলেন যে, আমি কিভাবে এত কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছলাম।

একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: হে সালমান (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ)! তুমি তোমার মালিক থেকে টাকা দিয়ে মুক্তি অর্জন করে নাও। যখন আমি আমার মালিকের সাথে কথা বললাম, তখন সে বললো:

www.dawateislami.net

আমাকে ৩০০ খেজুরের গাছ লাগিয়ে দাও ও ৪০ উকিয়া (অর্থাৎ ১৬০০ দিরহাম ওজনের রূপাও দাও, অতঃপর যখন এগুলো খেজুর দেয়া শুরু করবে তখন তুমি আমার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে উপস্থিত হলাম এবং নিজের মালিকের শর্তগুলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জানালাম। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ইরশাদ করলেন: তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো। অতএব সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পূর্ণ সহযোগিতা করলেন, কেউ খেজুরের ৩০টি চারা এনে দিলেন, কেউ ২০টি, কেউ ১৫টি আর কেউ ১০টি। মোটকথা! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সহায়তায় আমার নিকট ৩০০টি খেজুরের চারা জমা হয়ে গেলো। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে সালমান (رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ)! তুমি যাও আর মাটি প্রস্তুত করো। যখন মাটি প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন আমাকে এসে বলবে আমি নিজের হাতে চারা লাগাবো। অতএব আমি গেলাম এবং মাটি প্রস্তুত করতে লাগলাম, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মাটি প্রস্তুত করাতে আমাকে সাহায্য করলো।

যখন আমি অবসর হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম আর **তাঁকে** সংবাদ দিলাম তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সাথে চলে আসলেন। আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খেজুরের চারা এনে দিতাম আর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক হাতে তা মাটিতে লাগাতেন।

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ঐ **পাক পরওয়ারদিগারের** শপথ, **যাঁর** কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যতটি চারা লাগিয়েছিলেন, তা সবই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলো আর সেগুলো খুবই দ্রুত ফল দিতে লাগলো। অতএব আমি ৩০০টি খেজুরের গাছ আমার মালিকের নিকট সমর্পন করলাম। এখন আমার দায়িত্বে ৪০ উকিয়া রূপা দেয়া বাকী ছিলো! **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কেউ মুরগীর ডিমের সমান স্বর্ণের একটি টুকরো পাঠালো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: সালমান ফারেসীর কি হলো? অতঃপর আমাকে ডাকা হলো, আমি আরয করলাম: এখনো ৪০ উকিয়া রূপা আরো দিতে হবে। অতঃপর আমি গোলামী থেকে মুক্তি পাবো।

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সেই স্বর্ণের টুকরো দিলেন আর ইরশাদ করলেন: যাও! আর এর মাধ্যমে ৪০ উকিয়া রূপা যা তোমার দায়িত্বে বাকী রয়েছে তা আদায় করে দাও। আমি আরয করলাম: এই সামান্য স্বর্ণ ৪০ উকিয়া রূপার সমান কিভাবে হবে? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এই স্বর্ণ নাও আর এর মাধ্যমে ৪০ উকিয়া রূপা যা তোমার দায়িত্বে রয়েছে, তা আদায় করো, **আল্লাহ পাক** তোমার জন্য এই স্বর্ণকে যথেষ্ট করে দিবেন এবং তোমার দায়িত্বে যত রূপা রয়েছে, এটি তার সমান হয়ে যাবে। আমি সেই স্বর্ণের টুকরো নিলাম আর এর ওজন করলাম। ঐ **পাক পরওয়ারদিগারের** শপথ, **যাঁর** কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! সেই সামান্য স্বর্ণ ৪০ উকিয়া রূপার সমান হয়ে গেলো এবং এভাবে আমি আমার মালিককে রূপা দিয়ে দিলাম আর গোলামীর বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম।(১)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সমস্ত চারাই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন হাত মুবারকে লাগিয়েছেন, একটি

১. মুসনাদের ইমাম আহমদ, হাদীসে সালমান ফারেসী, ৯/১৮৯, হাদীস ২৩৭৯৮।

চারা ব্যতীত, যা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ লাগিয়েছেন।(১)

পারস্যবাসীরা দীর্ঘ জীবন লাভের কারণ

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। পারস্যবাসী মানুষের বয়স দীর্ঘ হয়ে থাকে, এর কারণ বর্ণনা করে মুফাসসীরিনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰه السَّلَام বলেন: “পারস্যের বাদশাহ নদী খনন এবং বৃক্ষরোপনে অনেক আগ্রহী ছিলো, এই কারণে তাদের বয়সও দীর্ঘায়িত হতো। এক **নবী** عَلَيۡهِ السَّلَام পারস্যবাসীর দীর্ঘ জীবনের ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** দরবারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন যে, এরা আমার শহরকে আবাদ করে, এই কারণে তারা দুনিয়ায় বেশিদিন জীবিত থাকে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও তাঁর শেষ জীবনে ক্ষেত খামারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।(২)

যাইহোক, এই বর্ণনাগুলো থেকে জানা গেলো যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চারা লাগিয়েছেন এবং

১. দালায়িলুন নবুয়ত, ৬/৯৭।
২. তাফসীর কবীর, ১২তম পারা, ৬১নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৩৬৭।

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ও বৃক্ষরোপন করেছেন।[১] যদি আমরাও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এই মুবারক কর্মসমূহ আদায় করার নিয়্যতে চারা লাগাই তবে اِنۡ شَآءَ اللّٰه সাওয়াব অর্জিত হবে।

চারা লাগানোর ফযীলত

প্রশ্ন: চারা লাগনোর কি ফযীলতও রয়েছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! হাদীসে মুবারাকায় চারা লাগানোর ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। চারা লাগানোর ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যে মুসলমান গাছ লাগাবে বা ফসল বুনবে অতঃপর তা থেকে

১..যেমনটি একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে দেখলেন যে, একটি চারা লাগাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন: কি করছো? আরয করলেন: গাছ লাগাচ্ছি। ইরশাদ করলেন: আমি গাছ লাগানোর অনন্য একটি পদ্ধতি জানিয়ে দিচ্ছি! سُبۡحٰنَ اللّٰهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكۡبَرُ পাঠ করাতে, প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হয়। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/২৫২, হাদীস ৩৮০৭)** এই বর্ণনায় যেমন এটা জানা গেলো যে, চারা লাগানো সাহাবায়ে কিরামেরও عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পদ্ধতি ছিলো, তেমনি এটাও জানা গেলো যে, উল্লেখিত এই বাক্য পাঠ করাতে প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হয়। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

যে পাখি বা মানুষ কিংবা চুতুষ্পদ প্রাণীরা খাবে, তবে তা তার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে গন্য হবে।[১]

(২) যে ব্যক্তি কোন গাছ লাগালো এবং এর নিরাপত্তা ও দেখাশুনা করাতে ধৈর্যধারন করলো, এমনকি তা ফল দিতে লাগলো তবে তা থেকে খাওয়া প্রতিটি ফল **আল্লাহ পাকের** নিকট তার (রোপনকারীর) জন্য সদকা স্বরূপ।[২]

(৩) যে ব্যক্তি কোনরূপ অন্যায় ও জোরজবরদস্তি ব্যতীত কোন ঘর বানালো বা অন্যায় ও জোরজবরদস্তি ব্যতীত কোন গাছ লাগালো, যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির মধ্যে যেকোন একজনও উপকৃত হতে থাকে তবে তার (রোপনকারী) সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে।[৩]

চারা লাগানোর সতর্কতা

প্রশ্নঃ চারা লাগানোর পর কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ?

উত্তরঃ চারা লাগানোর পর তা দেখাশুনা করা, তাতে সময়মতো পানি দেয়া এবং তা গাছ হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদি এরূপ না করা হয়, তবে এই চারা

১. বুখারী, কিতাবুল হারস ওয়াল মাযারিয়াতি, ২/৮৫, হাদীস ২৩২০।
২. মুসনাদের ইমাম আহমদ, হাদীসে ওমর বিন আল কারী..., ৫/৫৭৪, হাদীস ১৬৫৮৬।
৩. মুসনাদের ইমাম আহমদ, হাদীসে মুয়ায বিন আনাস আল জাহনী, ৫/৩০৯, হাদীস ১৫৬১৬।

www.dawateislami.net

কয়েকদিনেই মুষড়ে গিয়ে মারা যাবে বা কোন পশুর খাবারে পরিণত হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! চারার উদাহরণ ছোট্ট বাচ্চার ন্যায়, যেমনিভাবে পিতামাতা ছোট্ট বাচ্চার প্রত্যেক ব্যাপারে খেয়াল রাখে এবং খুবই মমতায় লালন পালন করে, যদি সামান্য অমনযোগীতা হয়ে যায় তবে বাচ্চা অনেক রোগ বালাইয়ে পতিত হয়ে যেতে পারে, ঠিক তেমনি চারা গাছের ব্যাপারও। যদি তাতে সঠিকভাবে সেচকার্য করা না হয় এবং তা লাগিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তবে এটি গাছে পরিণত হওয়ার পূর্বেই মুষড়ে যাবে। তবে যখন এই চারা কান্ড বিশিষ্ট গাছে পরিণত হয়ে যায় তখন এর আর বিশেষ মনযোগের প্রয়োজন পরে না, বরং গাছে পরিণত হওয়ার পর তা নিজে নিজেই বড় হতে পারে। তাছাড়া চারা লাগনোর পর তা পরিস্কার পরিছন্ন এবং কাট ছাটের প্রতিও খেয়াল রাখা জরুরী, যাতে কারো এর ডাল ও এর ঝরা পাতা ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট না হয়।

বৃক্ষরোপনের বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

প্রশ্ন: বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বৃক্ষরোপনের কিছু উপকারীতা বর্ণনা করুন।

www.dawateislami.net

উত্তর: বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ীও বৃক্ষরোপনের অনেক উপকারীতা রয়েছে। গাছ ও চারা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন নির্গমন করে থাকে। অক্সিজেন মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী, তা ব্যতীত মানুষ জীবিত থাকতে পারবে না। **আল্লাহ পাক** গাছ ও চারাকে মানুষের খেদমতের জন্য লাগিয়েছেন, এটি দূষিত বাতাস গ্রহণ করে নিজের পরিছন্ন বাতাস প্রদান করে। তাপমাত্র বৃদ্ধি হতে দেয় না, গাছ ও চারা বাতাসের দূষণ (অর্থাৎ ধোঁয়া ও ধুলাবালি ইত্যাদি যা উড়ে বেড়ায় তা) কমায়, গাছ ও চারার আধিক্য পরিবেশ ঠান্ডা ও সুন্দর থাকে, এতে বিদ্যুৎও সাশ্রয় হয় কারণ যে যন্ত্রগুলো গরম দূর করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা কমে যায় বা একেবারেই প্রয়োজন হয় না। যদি আপনার প্রিয় মাতৃভূমিকে এভাবে গাছ ও চারা লাগিয়ে সজ্জিত করেন তবে اِنْ شَآءَالله বিদ্যুতেরও সাশ্রয় হবে।

গাছ ল্যান্ড স্লাইডিং (অর্থাৎ মাটি ধস) বন্ধ করে, কেননা গাছের শিখড় মাটিকে আটকে রাখে, যার কারণে ল্যান্ড স্লাইডিং বা মাটি ধসে যেতে পারেনা। অনুরূপভাবে গাছ ও চারা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতাও কমিয়ে

www.dawateislami.net

আনে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উষ্ণতার সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধিকে ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’ অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বলা হয়, যার কারণ গুলোর মধ্যে গাছ কাটা, শিল্প কারখানা দ্রুত প্রসার ও গাড়ির কালো ধোঁয়া অন্তর্ভুক্ত। যদি গাছ গাছালি সংরক্ষণ করা যায় বরং আরো গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যায় তবে এই ভয়ঙ্কর ক্ষতি থেকে বাঁচার উপলক্ষ্য হতে পারে।

বৃক্ষরোপনের আর্থিক ও সামাজিক উপকারীতা

প্রশ্ন: বৃক্ষরোপনের দ্বারা কি কি আর্থিক ও সামাজিক উপকারীতা অর্জিত হয়ে থাকে?

উত্তর: বৃক্ষরোপন তথা গাছ লাগানোর মাধ্যমে অসংখ্য আর্থিক ও সামাজিক উপকারীতা অর্জিত হয়ে থাকে, যেমন; গাছ লাকড়ীর উৎস এবং লাকড়ী মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ফার্নিচার, জানালা, দরজা এবং বাড়ির ছাদ ইত্যাদি বানানোর জন্য এখনো অধিকতর কাঠই ব্যবহার হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে কাঠ শিল্পের সাথে সমাজের অনেক বড় একটি অংশের উপার্জন জড়িত। ধরুন যদি কাঠ দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যায় তবে মানুষের

জীবন অনেক বেশি প্রভাবিত হবে, কেননা মানুষের জীবিত থাকার জন্য খেতে হবে আর খাবার রান্না করার জন্য আগুন ও আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ীর ব্যবহার এখনো অবধারিত।

✵ বর্তমান যুগে কাগজও মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তায় রূপ নিয়েছে। প্রিন্টিং প্রেস স্টেশনারী এবং অন্যান্য অনেক কিছুই কাগজের উপরই নির্ভর করে। যদি গাছ শেষ হয়ে যায় তবে কাগজের সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে, এই কারণেই যে, কাগজের সরবরাহ গাছের উপরই নির্ভরশীল।

✵ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ফলমুলের গুরুত্ব কোন বিবেকবান মানুষ অস্বীকার করতে পারে না এবং এই গাছই যা থেকে মানুষ বিভিন্ন ধরনের ফলমুল পেয়ে থাকে বরং অসংখ্য পাখি ও পশুও এই ফল খেয়েই জীবন ধারন করে থাকে। এছাড়াও সমাজের অসংখ্য মানুষের জীবিকা বাগান পরিচর্যা ও ফল বিক্রির সাথে সম্পৃক্ত।

✵ অসুস্থতা থেকে বেঁচে থাকা বা রোগ বালাই থেকে মুক্তির জন্য লতাপাতার ব্যবহার মানব ইতিহাসের অংশ

আর এই বিষয়টি কারো নিকট গোপন নয় যে, লতাপাতা গাছগাছালি থেকেই অর্জিত হয়।

✲ মিসওয়াক করা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত, এই সুন্নাত আদায় করার জন্যও বৃক্ষরোপন করতে হবে, কেননা মিসওয়াক গাছ থেকেই পাওয়া যায়।

✲ অনাবৃষ্টি মানুষের পাশাপাশি পশুপাখি এবং মাটিতে বিচরনকারী কীটপতঙ্গের নিশ্বাসের রশি কেটে যাওয়ারও বার্তা বহন করে। বৃষ্টি হলেই তো খাদ্যশষ্য ও সবুজ তরুলতা গজায় আর প্রাণীরা নিজ নিজ খাবার খেয়ে জীবন প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখে। আর এই বৃষ্টি বর্ষনেও গাছের ভূমিকা অপরিসীম, এই কারণেই যে, গাছ তার শিখড় দ্বারা শোষিত পানিকে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই আর্দ্রতা মেঘ সৃষ্টি করে আর সেই মেঘ রিমঝিম ধারায় বর্ষন হতে থাকে। মাটি উর্বর হয়ে শষ্য, ফল এবং সবজী উদ্গীড়ন করে। গাছ নিজের শিখড়ে পানি জমা করে রাখে আর অনাবৃষ্টির দিনগুলোতে মাটিকে পানি সরবরাহ করে অনূর্বর হওয়া থেকে রক্ষা করে। যদি

www.dawateislami.net

গাছ না হতো তবে বৃষ্টিও হতো না, অতএব জীবিত থাকার জন্য বৃক্ষরোপন করা জরুরী।

✲ শোরগোল মানুষের জন্য অশান্তি এবং মানসিক চাপের কারণ হয়ে থাকে। নতুন এক গবেষণায় এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যে, গাছ শোরগোলকে নিজের মাঝে শোষণ করে পরিবেশ শান্ত রাখে, এই কারণেই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল জোন অর্থাৎ যেখানে অনেক ফ্যাক্টরী থাকে, সেই সব এলাকায় অধিকহারে গাছ লাগানো হয়ে থাকে, যাতে শোরগোল কমিয়ে পরিবেশ শান্ত রাখা যায়।

✲ কাপড় মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি, তা ব্যতীত জীবন ধারণ করা খুবই কঠিন। লাখো লাখ মানুষে জীবিকা পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত। আমাদের এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার সহায়ও গাছ, কেননা তুলা (Cotton) গাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে।

✲ গাছ ও চারার ঔষধী উপকারীতা ছাড়াও শারীরিক উপকারীতাও রয়েছে, যেমন; সন্তান প্রসবকালে শক্তির জন্যও গাছ উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। বিষেশজ্ঞদের মতানুযায়ী গাছগাছলির মাঝে অবস্থানকারী মানুষের

www.dawateislami.net

সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই শহুরে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারপাশে অধিকহারে গাছ লাগানো হয়ে থাকে, যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। যাইহোক গাছের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, যা অর্জনের জন্য অধিকহারে গাছ লাগানো প্রয়োজন।

বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের ভাল ভাল নিয়্যত

প্রশ্ন: বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের জন্য কি কি ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে?

উত্তর: বৃক্ষরোপনের জন্য অসংখ্য ভাল ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে, যেমন; গাছ লাগিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্মের উপর আমল করবো, কেননা গাছ লাগানো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে প্রমাণিত। ✯ সাহাবায়ে কিরামও عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان গাছ লাগিয়েছেন আর ক্ষেত খামার করেছেন অতএব বৃক্ষরোপন করে তাঁদের কর্মকে অনুসরন করবো। ✯ গাছ লাগিয়ে পরিবেশ দূষণ কমানো, যাতে মুসলমানের জন্য প্রশান্তি ও সুখের উপলক্ষ্য হয়। ✯ গাছ লাগিয়ে সদকার সাওয়াব অর্জন করবো, এই কারণেই যে, গাছ অক্সিজেন সৃষ্টি করে, যা মানুষ ও প্রাণীদের জন্য সমান

উপকারী। এছাড়াও অবস্থা ভেদে আরো ভাল ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে।

বৃক্ষরোপন কার্যক্রম ও এর সতর্কতা

প্রশ্নঃ বৃক্ষরোপন কার্যক্রম ও এর সতর্কতা বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের সূচনা করেছে এবং প্রিয় মাতৃভূমিতে দশ কোটি চারা লাগানোর লক্ষ্যস্থির করেছে। যদি আমার মাদানী ছেলে ও মাদানী মেয়েরা সচেষ্ট হয়ে যায় এবং প্রত্যেকে ১২টি করে চারা লাগায় তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাবে। চারিদিক সবুজে চেয়ে যাবে এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি তার সবুজ পতাকার ন্যায় সবুজ ও সমৃদ্ধ হয়ে যাবে, অতএব বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের অংশীদার হোন এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে ব্যাপকহারে চারা লাগান।

বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, যাতে অন্যায় ও গুনাহ থেকে বাঁচা যায়, যেমন; সরকারি জায়গায় যেখানে আইনত নিষেধ, সেখানে না লাগানো, যথা; পুথপাত তুলে চারা লাগানোতে

www.dawateislami.net

নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কেননা এরূপ করাতে পথচারির পথ চলতে কষ্ট হবে এবং ভাঙ্গাভাঙ্গি করার কারণে প্রশাসনেরও ক্ষতি হবে। (অনেকে পুথপাত খুঁড়ে পতাকা লাগিয়ে দেয়, তাদেরও এরূপ করা উচিৎ নয়।) ✵ কারো ব্যক্তিগত জমিতে মালিকের বিনা অনুমতিতে চারা লাগানো।

সর্বাবস্থায় শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে সকল আশিকানে রাসূলের বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন এবং ঘর, ফ্যাক্টরী, অফিস ও অন্যান্য সুবিধাজনক জায়গায় **১২**টি করে চারা লাগানোর নিয়্যত করে নিন। মনে রাখবেন! **১২**টি চারা লাগাতে হবে **১২**টি বীজ নয়, তাছাড়া এই কার্যক্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ বা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তহবিল থেকে খরচ করার অনুমতি নেই। নিজের পক্ষ থেকেই ব্যবস্থা করুন বা বন্ধুরা পরস্পর মিলেমিশে চারা কিনে আনুন। এই নেককাজের জন্য কেউ ২৫০০০ টাকা নির্ধারন করুন, তো কেউ ১২০০০ টাকা, কেউ ১২০০ টাকা। কিছু কিছু চারা সস্তা হয়ে থাকে, তা খুব কম দামে **১২**টি পেয়ে যাবেন। যদি এটাও করা না যায় তবে কমপক্ষে একটি চারা লাগানোর তো সকলেই মানসিকতা তৈরী করুন। যদি পকেট অনুমতি দেয় তবে "নিম",

www.dawateislami.net

"গুলমোহর", "লিগনাম", "সাহানজানা" নামের গাছ লাগানোর বিশেষ ব্যবস্থা করুন, কেননা এগুলো পরিবেশ দূষণ কমাতে অধিক কার্যকর।

ওয়াকফের জায়গায় গাছ লাগানোতে সতর্কতা

প্রশ্ন: ওয়াকফের জায়গা যেমন; মসজিদ, মাদরাসা এবং জামেয়া ইত্যাদিতে গাছ লাগানোর পূর্বে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের শরয়ী নির্দেশনা নিতে হবে, এরপরই কোন ওয়াকফের জায়গায় বৃক্ষরোপনের কার্যক্রম শুরু করবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে চলা মাদরাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা এবং মসজিদ সমূহের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ইত্যাদি এই জায়গায় চারা লাগানোর পূর্বে নিজের সংশ্লিষ্ট মজলিশের সাথে পরামর্শ করে নিবে। তাছাড়া এই মজলিশ দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে বিশেষকরে এই জায়গার জন্য লিখিত ফতোয়া সংগ্রহ করবে এবং এই ফতোয়া নাযিম সাহেবের অফিসে লাগিয়ে দিবে। দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে যতটি গাছ লাগানোর অনুমতি হবে ততটি গাছই লাগাবে, এর বেশি একটি গাছও লাগাবে না।

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে নতুন মসজিদ বানানোর জন্য যেই প্লট কেনা হয়েছে, তাতে বৃক্ষরোপনের পূর্বে খুদ্দামুল মাসাজিদ ও আসবাবপত্র বিভাগের ইসলামী ভাই দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে পরিপূর্ণ নির্দেশনা নিবে আর যতক্ষণ বৃক্ষরোপনের জন্য লিখিত ফতোয়ার আকৃতিতে জায়গা নির্বাচন হবে না, ততক্ষণ কোন ভাবেই ওয়াকফের জায়গায় এরূপ কাজ করবে না।[১]

গাছ লাগানো সম্ভব না হলে তবে?

প্রশ্ন: যাদের জন্য গাছ লাগানো সম্ভব না হয়, তারা বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে কিভাবে অংশ নিবে?

উত্তর: যাদের জন্য গাছ লাগানো সম্ভব না হয়, যেমন; সে ফ্লাট ইত্যাদিতে থাকে বা তার ঘরে গাছ লাগানোর সুযোগ নেই তবে সে টবে ছোট ছোট চারা লাগাবে, এগুলো জায়গাও কম নেয় আর সহজে লাগানোও যায়।

১. বৃক্ষরোপনের ব্যাপারে আরো তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ রুকনে শূরা হাজী আবু মানসুর ইয়াফুর রযা আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِی এর সাথে যোগাযোগ করুন। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

ঘরে টবে (Flower tub) লাগানো ইসলামী ভাইয়েরা এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন যে, টবে ব্যবহার্য সার (Fertilizer) এর মধ্যে গরু ইত্যাদির গোবর (Dung) থাকে, যা নাপাক এবং এই গোবর সমস্ত সারকেও নাপাক বানিয়ে দেয়, তাছাড়া এই গোবর মাটিতে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেই পানি এতে দেয়া হয়, তাও নাপাক হয়ে যায়। এই পানি বাইরে বের হওয়ার জন্য টবের নিচে ছিদ্র থাকে, তো যতক্ষণ টবের সার পুরোপুরি মাটিতে পরিণত হবে না, এর থেকে বের হওয়ার পানিও অপবিত্র হবে, এর থেকে নিজের শরীর ও কাপড়কে বাঁচানো জরুরী। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা টবে গোবরের সার ব্যবহার করবেন না বরং মালির (Gardener) সাথে পরামর্শ করে মাটির সার যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যমিকেল মিশানো থাকে, তা ব্যবহার করুন, যাতে নাপাকীর ভয় না থাকে।

কোন্ চারা লাগানো বেশি উপকারী?

প্রশ্ন: কোন্ প্রজাতীর চারা লাগানো বেশি উপকারী?

উত্তর: প্রতিটি শহরের আবহাওয়া ভিন্ন হয়ে থাকে, সেই অনুযায়ী চারা লাগাতে হবে, তবেই বেশি উপকারীতা

www.dawateislami.net

অর্জিত হবে। যেমন; বাবুল মদীনায় পরিবেশ দূষণ বেশি এবং বৃষ্টিও খুবই কম হয়ে থাকে, তো এখানে “নিম”, “গুলমোহর”, “লিগনাম”, “সাহানজানা” এর চারা লাগানো বেশি উপকারী।

চারা লাগানোর পূর্বে এব্যাপারে অভিজ্ঞদের যেমন; মালি ইত্যাদির সাথে পরামর্শ করে নিন, কেননা কিছু কিছু চারা লাগানোর পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে, এর জন্য বিশেষ পরিমাপে গর্ত করতে হয় এবং এই গর্তে নির্দিষ্ট পানির পরিমাণ রাখাও জরুরী হয়ে থাকে। অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করার পর চারা লাগালে তবে اِنْ شَآءَ الله অধিক উপকার অর্জিত হবে আর দেখতে দেখতে সারা দুনিয়া সবুজ হয়ে যাবে, বিশেষ করে প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিটি গলিতে গাছ ও চারার এই সবুজ দেখে মদীনার আশিকরা সবুজ গম্বুজের স্মরনকে সতেজ করবে।

ইসালে সাওয়াবের নিয়্যতে গাছ লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ও নিজের মরহুম আত্মীয়দের ইসালে সাওয়াবের জন্যও কি গাছ ও চারা লাগানো যাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ও নিজের মরহুম আত্মীয় বরং জীবিত লোকদের ইসালে সাওয়াবের জন্যও গাছ ও চারা লাগানো যাবে। সকল আশিকানে রাসূলের উচিৎ, তারা যেই গাছ বা চারা লাগাবে, এতে কোন না কোন বুযুর্গ মনিষী যেমন; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, খোলাফায়ে রাশেদীন, হাসানাঈন করীমাইন, হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যায়নুল আবেদীন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী আসগর এবং সকল পবিত্র আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা, হযরত সায়্যিদুনা গাউসে পাক, হযরত সায়্যিদুনা গরীবে নেওয়াজ, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর ইসালে সাওয়াবে নিয়্যত অবশ্যই করুন।

গাছ ও চারা লাগানোর আরো কিছু সতর্কতা

(শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব মুফতী আবু সালেহ মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী مُدَّظِلُّہُ الْعَالِی এর পক্ষ থেকে)

(১) অন্যের জমিতে মালিকের অনুমতি ব্যতীত চারা লাগাবেন না। বাবুল মদীনায় খালি প্লটের সংখ্যা যদিও কম

www.dawateislami.net

কিন্তু এছাড়াও সারা দেশে অনেক এলাকা এমন রয়েছে, যেখানে অসংখ্য খালি প্লট পাওয়া যাবে আর তা প্রায় মানুষের মালিকানার হয়ে থাকে, অতএব যদি এমন কোন জায়গায় কেউ চারা লাগাতে চায় তবে প্রথমে এর মালিকের অনুমতি নেয়া জরুরী, কেননা অন্যের জমি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করার শরয়ীভাবে অনুমতি নেই। অন্যের জমিতে তার অনুমতি ব্যতীত চারা লাগানো তো দূরের কথা, কোন মুসলমানের উর্বর জমি দিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত চলাচল করাও জায়িয নেই, কেননা চলাচলকারীরা চারা মাড়িয়ে এবং এদিক সেদিক হাত দিতে দিতে চলবে, যার ফলে মালিকের ক্ষতি হবে। তবে যদি কোন মানুষের জমি সাধারণের চলাচলের পথ হয়ে গেছে এবং সেখান দিয়ে যাওয়া প্রচলিত হয়েছে তবে এমতাবস্থায় সেখান দিয়ে যাওয়াতে সমস্যা নেই।

(২) কারো জমিন খালি পরে আছে দেখে তার ভালর জন্য তার অনুমতি ব্যতীত গাছ লাগিয়ে দিবেন না, কেননা হয়তো যার ভাল হবে মনে করা হচ্ছে, তা পরবর্তিতে তার জন্য বিপদের কারণে যেতে পারে, যেমন; যদি কোন ব্যক্তি তার জমিন বাড়ি নির্মাণের জন্য খালি করে রেখেছে আর

www.dawateislami.net

কেউ সেখানে গাছ লাগিয়ে দিলো, তো চার পাঁচ বছর পর যখন সে বাড়ি নির্মাণ করার জন্য সেখানে গেলো তখন তার জন্য এই গাছ উপড়ে ফেলা খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে, কেননা এই কবছরে গাছের শিখড় দূর দূরান্ত পর্যন্ত মাটির গভীরে চলে গেছে। অতএব অন্য কারো জমিতে গাছ ও চারা লাগানোর জন্য তার অনুমতি নেয়া জরুরী।

(৩) নিজের বাড়িতে গাছ লাগানোর সময়ও এই বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরী যে, আমাদের এই চারা গাছ হয়ে যেনো অন্যের কষ্টের কারণ না হয়। সাধারণত চারা লাগানোর সময় সঠিক স্থান নির্বাচন করা হয় না এবং যখন চারাটি বড় হয়ে গাছে রুপান্তরিত হয় তখন এর ডালপালা ডানে বামে ছড়িয়ে প্রতিবেশির ঘরের কিছু অংশও ঘিরে নেয় এবং এই গাছের ডালে বসা পাখি যখন মলত্যাগ করে তখন ঘর অপরিস্কার হওয়ার কারণে তাদের খুবই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, অতএব নিজের বাড়িতেও চারা লাগানোর সময় এই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, এই চারা যেনো অন্যের কষ্টের কারণ না হয়।

(৪) এমন চারা লাগানো উচিৎ, যা পরিবেশের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়, কেননা অনেক গাছের চারা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকরও হয়ে থাকে, যেমন; কিছু কিছু চারা দ্রুততার সহিত মাটি থেকে পানি শোষন করে নেয়, যার কারণে মাটির নিচে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়, এবার যদি ঐসকল এলাকায় অধিকহারে এই চারাগুলো লাগানো হয়, যেখানে মানুষের নির্ভরতা শুধু মাটির নিচের পানির উপরই হয়ে থাকে আর তারা কোন নদী বা খালের পানি পায় না, তাই এই চারা তাদের জন্য অনেক বেশি পেরেশানির কারণ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কিছু চারা বিশেষ ধরনের গন্ধ ছড়ায়, যা সাধারণত পছন্দ করা হয়না এবং তা মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, অতএব এই ধরনের চারাও কখনোই লাগাবে না। অনুরূপভাবে কিছু কিছু এলাকায় এমন অনেক গাছ রয়েছে যে, যা থেকে শুষ্ক ঋতুর শুরুর দিকে তুলা উড়ে থাকে, যা কণা আকারের হয়ে থাকে, বাতাসে তা এত বেশি ছড়িয়ে যায় যে, শ্বাসকষ্টের রোগীর নিশ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে যায়, এমনকি সেই দিনগুলোতে অনেককে নিজের শহর ছাড়তে হয়, অতএব এরূপ গাছ লাগানো থেকেও বিরত থাকুন।

(৫) কাঁটাযুক্ত চারাও লাগাবেন না, কেননা তা বাড়িতে লাগালে শিশু এবং বাড়ির অন্যান্যদের কষ্ট হতে পারে। তাছাড়া যদি এই চারা বড় হয়ে গাছে রুপান্তরিত হয়ে যায় এবং এর ডালপালা প্রসারিত হয়ে প্রতিবেশির বাড়িতে পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, তখন তাদেরও কষ্টের সম্মুখিন হতে হবে, অতএব যদি এরূপ চারা কিছুটা বিশেষ সতর্কতার সহিত লাগাতে হয় তবে সেই সতর্কতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে লাগান বা তা লাগানো থেকেই বিরত থাকুন।

(৬) অনেকে বাড়ির বাইরের দেয়ালের সাথেই কেয়ারী বানায় আর এতে চারা লাগায়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ কেয়ারী বানানো নিষেধ, যেমন; ঘরের সামনের গলি বা সড়ক প্রথম থেকেই এত সংকীর্ণ যে, সেখান দিয়ে শুধু একটি গাড়িই অনেক কষ্টে যেতে পারে, তো এখন যদি গলি বা সড়কের কিছু অংশ দখল করে তাতে কেয়ারী বানিয়ে দেয়া হয়, তবে প্রথম থেকে সংকীর্ণ পথে চলাচলকারী গাড়ির আরো কষ্ট হয়ে যাবে, সুতরাং এরূপ কেয়ারী বানানো এবং তাতে চারা লাগানো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। গলি এবং সড়ক মানুষের চলাচলকারীদের

জন্য হয়ে থাকে আর গাছ লাগানো আনুষাঙ্গিক একটি বিষয় আর আনুষাঙ্গিক বিষয় দ্বারা এমনভাবে উপকারীতা অর্জন করুন যে, তা যেনো মূল উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক না হয়।

(৭) অনেকে চারা তো লাগায় কিন্তু তা দেখাশুনা করে না, অথচ অনেকসময় তা দেখাশুনা করা তা লাগানোর চেয়ে বেশি জরুরী হয়ে থাকে, যেমন; বড় শহরগুলোতে দু'টি সড়কের মাঝখানে বিদ্যমান খালি জায়গায় সরকারী প্রতিষ্ঠান ঘাস ও চারা লাগায় এবং তা দেখাশুনা করা ভূলে যায়, অথচ তা দেখাশুনা করা লাগানোর চেয়েও বেশি জরুরী, কেননা যদি এই চারাগুলোর দেখাশুনা করা না হয় তবে এই চারা বড় হয়ে গাছে পরিণত হবে আর এর ডালপালা বেড়ে অর্ধেক সড়ক দখল করে নিবে, যার কারণে বড় গাড়ি সেখান দিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে এবং তা ডালের সাথে ধাক্কা লেগে যাবে, যদি মোটর সাইকেল আরোহী সেখান দিয়ে যায় তবে তারা চেহারায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, অতএব চারা লাগানোর পাশাপাশি তা দেখাশুনা এবং কাটসাট করাও জরুরী।

(৮) অনুরূপভাবে ওয়াকফের জায়গায় গাছ ও চারা লাগানোতে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। ওয়াকফের জায়গার মধ্যে একটি জায়গায় মসজিদেও রয়েছে, যদি কেউ মসজিদ বানানোর পূর্বেই মসজিদের জায়গায় গাছ লাগিয়ে দিলো, তবে কোন সমস্যা নেই যে, ওয়াকফ হওয়ার পূর্বেই লাগানো হয়েছে, তবে যখন সেই জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াকফ হয়ে গেছে, তবে এখন তাতে গাছ লাগানো নিষেধ। ছোট মসজিদ, যেখানে জায়গা সংকীর্ণ হয়ে থাকে, সেখানে এভাবে গাছ লাগানোর অনুমতি নেই।

(৯) অনুরূপভাবে মাদরাসায়ও গাছ লাগানোতে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে, কেননা মাদরাসার মূল উদ্দেশ্য বৃক্ষরোপন নয় বরং দ্বীনি শিক্ষা অর্জন। তবে পাশাপাশি উপকারীতা অর্জন করার জন্য সেখানে গাছ লাগানো যেতে পারে, যেমন; শিক্ষার্থীরা রুমে বসে লেখাপড়ে থাকে, তাই তাদের গরম থেকে বাঁচানোর জন্য পাখা ও আলোর জন্য বাতি জ্বালাতে হয়, অতএব যদি মাদরাসায় খালি জায়গা থাকে তবে সেখানে এই উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো যেতে পারে যে, দুপুরের সময় গাছের ছায়ায় বসে শিক্ষার্থীরা যেনো পড়তে পারে। এতেও এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে

www.dawateislami.net

হবে যে, গাছ লাগানোর কারণে মাদরাসার মূল উদ্দেশ্য (অর্থাৎ শিক্ষাদান) এবং অন্যান্য বিষয়ে যেনো সমস্যা না হয়, যেমন; মাদরাসায় কক্ষ বানানোর প্রয়োজন এবং সেখানে কক্ষ বানানোর পরিবর্তে গাছ লাগানো হলো, তবে এতে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হলো আর যা আনুষাঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় তা প্রাধান্য লাভ করলো, অতএব এমতাবস্থায় মাদরাসায় গাছ লাগানোর অনুমতি নেই।

সারমর্ম হলো, এই নেকীর কাজ অবশ্যই করবে কিন্তু একে এমনভাবে করতে হবে যে, তা যেনো অপরের জন্য কষ্টের কারণ না হয়। অসংখ্য নেকী এমন রয়েছে যে, যা এর ফযীলত, গুরুত্ব এবং উৎসাহের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে কিন্তু অসতর্কতার সহিত সেই নেকী সমূহ করার কারণে মুসলমান কষ্টে পতিত হয়ে যায়, যার ফলে এর নেকীর দিকটি ব্যাহত হয়ে যায় এবং গুনাহের দিকটি সামনে এসে যায়, অতএব নেকীর করার সময় এর সতকর্তার প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী।

www.dawateislami.net

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ!** তোমাকে প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও হযরতে সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সেই মুবারক বাগানের ওয়াস্তা, যাতে আমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গাছ লাগিয়েছেন, যে ব্যক্তি কমপক্ষে ১২টি চারা লাগাবে বা কাউকে এর প্রতি উৎসাহিত করবে, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিওনা, যতক্ষণ সে স্বপ্নে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার করে নিবে না। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (১)

সবুজের দিকে তাকানোর ফলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চারটি বিষয় চোখের (দৃষ্টিশক্তি) প্রখরতার কারণ: (১) কিবলমুখী হয়ে বসা (২) ঘুমানোর সময় সুরমা লাগানো (৩) সবুজের দিকে তাকানো এবং (৪) পোশাক পরিস্কার পরিছন্ন রাখা। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২৭)**

১.. শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উৎসাহ প্রদানে ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগের ইসলামী ভাইয়েরা বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য যাকাত ব্যতীত ১২ লাখ চারার টাকা বৃক্ষরোপন বিভাগকে প্রদান করার নিয়্যত করেছে। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন 'পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা' করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: 'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।' إن شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য 'মাদানী কাফেলায়' সফর করতে হবে। إن شاء الله

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৬
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net